ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫৩০
আগরতলা,২৬ আগস্ট,২০২৫

২২৮ জন ছাত্রছাত্রীকে চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড
নিজের মধ্যেই রয়েছে স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি : মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে যায়। পাশাপাশি অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রাজ্য সরকারও রাজ্যের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোরও ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা রাজ্যেই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এবছরের বিভিন্ন সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় টপ স্কোরিং ছাত্রছাত্রীদের চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, লক্ষ্যপূরণের জন্য স্বপ্ন দেখতে হয়। মনে রাখতে হবে নিজের মধ্যেই রয়েছে স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি। তাই ধৈর্য, একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম এবং প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই সফল হওয়া যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পুরস্কার প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা। ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার উপর নির্ভর করলে চলবে না। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলেই প্রকৃত শিক্ষার সার্থকতা আসবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই বলে থাকেন যে যুব শক্তিই হচ্ছে দেশের অন্যতম সম্পদ। যুব শক্তিকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেধার কোনও অভাব নেই। তাদের প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে চাই সঠিক পরিকল্পনা। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন.সি. শর্মা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, এস.সি.ই.আর.টি.-র অধিকর্তা এল. ডার্লং। এবছরের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের টপ স্কোরিং ছাত্রছাত্রীদের চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্সে ২২৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী প্রতীকী স্বরূপ ৫ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে ট্যাব ও শংসাপত্র তুলে দেন।

*****